যায়যায়দিন

তারিখ 04 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ছাত্র রাজনীতি বন্ধে এখনই উদ্যোগ নেবে না ঢাকা ইউনিভার্সিটি

ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য এ মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্ত কিংবা উদ্যোগ নেয়ার কথা ভাবছে না ঢাকা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। গতকাল সমাবর্তন-উত্তর মধ্যাহ্নভোজে সাংবাদিকদের এ কথা জানান ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ।

মধ্যাহ্নভোজে ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত সব দৈনিক পত্রিকা, সংবাদ সংস্থা ও রেডিওর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটির প্রোভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, প্রক্টর প্রফেসর আ কা ফিরোজ, জনসংযোগ কর্মকর্তা মোঃ আশরাফ আলী খান।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৪৩তম সমাবর্তনে দেয়া বক্তব্যে প্রফেসর ফায়েজ ছাত্র রাজনীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে সচেতন হওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতেই গতকাল সাংবাদিকরা জানতে চান ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করছে কি না। পৃঃ ১১ ›› ক ৩

ছাত্র রাজনীতি বন্ধে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এর জবাবে প্রফেসর ফায়েজ জানান, এক্ষুনি এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তের কথা ভাবছি না আমরা। একই সঙ্গে তিনি বলেন, শুধু ছাত্র রাজনীতি নয়, শিক্ষকদের রাজনীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথাও তো ভাবতে হবে।

এ বিষয়ে প্রফেসর ফায়েজ আরো বলেন, ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনীতির কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া যাতে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের না পড়ে সে বিষয়টি খেয়াল রাখলেই রাজনীতি বন্ধের প্রশ্ন আসে না।

এ সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৪২টি ফার্স্ট ক্লাস, চেক জালিয়াতি, ভর্তি প্রক্রিয়ার আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, ৪৩তম সমাবর্তনে ড. ইউনূসকে সমাবর্তন বক্তা করার বিপক্ষে ঢাকা ইউনিভার্সিটির সব ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠন অবস্থান নেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হন শিক্ষক সমিতির নীল প্যানেলের শিক্ষকরা। শেষ পর্যন্ত ড. ইউনূসের আগমনে সমাবর্তন বর্জন করেন তারা।

এরপর সমাবর্তনে পড়া ভিসির লিখিত বক্তব্যে ছাত্র রাজনীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রতি সচেতনতার কথা বলায় এটি নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আর এ পরিপ্রেক্ষিতেই গতকাল বিষয়টি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেন ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ।